খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২০শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি বড় অসাধারণ নিদর্শন ছিল চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণের নিদর্শনের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,
আজ সূর্য গ্রহণ হয়েছে যা এখানে এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্য কিছু দেশ থেকেও দেখা গেছে। এই গ্রহণের সময় রসূলে করীম (সা.) বিশেষ ভাবে দোয়া, এস্তেগফার, সদকা-খয়রাত এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতের কাছে যে যে স্থানেই গ্রহন লাগার বা সূর্যগ্রহন দেখা যাওয়ার সংবাদ ছিল তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন নামাযে খুসূফ আদায় করে। আমরাও এখানে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে নামাযে খুসূফ পড়েছি। আহাদীসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে খোদা তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি বিশেষ নিদর্শন আখ্যা দেয়া হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি বড় অসাধারণ নিদর্শন ছিল চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণের নিদর্শনের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আজকের এই গ্রহণকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার নিদর্শন বলা যাবে না কিন্তু যে গ্রহণ হয় তা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। এটিকে বিশেষ গ্রহণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না ঠিকই কিন্তু এ গ্রহণ অবশ্যই সেই গ্রহণের প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আজকের গ্রহণ এ দৃষ্টিকোন থেকেও সেই নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ যে, আজ জুমুআর দিন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথেও জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মার্চ মাস হওয়ার সুবাদেও এদিকে দৃষ্টি যায় কেননা তিন দিন পর এ মাসেই অর্থাৎ ২৩শে মার্চ মসীহ্ মওউদ দিবসও বটে। তিনি দাবীও করেছেন এই দিনে। এক কথায় এই মাস, এই দিন এবং এই গ্রহণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে জামাতের ইতিহাসের কথা স্মৃতিপটে জাগ্রত করে। তাই আমি যখন নামাযে খুসূফ-এর খুতবার জন্য রেফারেন্সেস বা উদ্বৃতিসমূহ একত্রিত করি তখন এ হৃদয়ে ভাবনার উদয় হল যে, জুমুআর খুতবাও গ্রহণের প্রেক্ষাপটে প্রদান করা উচিত। আর যেনহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর (আ.) কিছু উদ্ধৃতি বা দু'একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করি এবং একইভাবে সাহাবাদের কয়েকটি ঘটনাও উপস্থাপিত হবে যারা এই নিদর্শন দেখে জামাতভূক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে উজ্জ্বল করেছেন। সর্ব প্রথম আমি যেভাবে বলেছি, রসূলে করীম (সা.) যেহেতু এই গ্রহণগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন সে কারণে তাঁর জীবদ্দশায় একবার যখন গ্রহণ হয় সেই প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। সেগুলোর একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত আসমা (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, যখন সূর্য গ্রহণ লাগে আমি হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে আসি। আমি দেখছিলাম যে, তিনি নামায পড়ছেন। আমি বললাম, মানুষের কী হয়েছে এখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল? হযরতআয়েশা (রা.) আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং সুবহানাল্লাহ্ বলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কী কোন নিদর্শন বা বিশেষ নিদর্শন? তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে হ্যাঁ বলেন। অনুরূপভাবে তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। কারও জীবন মৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই আর এই সময় দোয়া এবং ইস্তেগফার করা উচিত।

এখন আমি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি আশ্চর্য হই যে, যদিও নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে তবুও মৌলভীদের সত্য গ্রহণের প্রতি মনযোগ নেই। তারা এটিও দেখে না যে, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পরাজিত করছেন আর তারা মনে প্রাণে চায় যে, কোন ঐশী নিদর্শন তাদের পক্ষে প্রকাশ পাক। কিন্তু সমর্থনের পরিবর্তে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাদের লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই এক দাবীকারকের জীবনে পূর্ণতা লাভ করা এ কথার নিশ্চিত স্বাক্ষ্য যে, যার মুখ থেকে সেই শব্দ নির্গত হয়েছে তিনি সত্য বলেছেন। কতবড় শিক্ষনীয় বিষয় যে, আকাশও এদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও এদের বিরোধী হয়ে গেছে। এটি তাদের কত বড় লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা যে, একদিকে আকাশ তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিচ্ছে আর অপরদিকে পৃথিবীও ক্রুশীয় প্রাধাণ্যের কারনে স্বাক্ষ্য প্রদান করছে। আরেক জায়গায় তিনি বলেন, আমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং শত শত মানুষ এটি দেখে আমাদের জামাতভুক্ত হয়েছে। আর এই

চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে আমরা প্রীত হয়েছি আর আমাদের শত্রুরা হয়েছে লাঞ্ছিত। তারা কী কসম খেয়ে বলতে পারে যে, তাদের হৃদয় চাচ্ছিল আমরা যখন প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করেছি তখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পাক এবং আরব দেশে এর কোন চিহ না থাকুক আর যখন তাদের ইচ্ছার পরিপন্থি এই নিদর্শন প্রকাশ পেল তখন তাদের হৃদয় অবশ্যই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছে এবং তারা নিজেদের লাঞ্ছনা অবশ্যই দেখেছে।

এরপর এখন আমি কতক সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, এই অধমের গ্রামে প্রথম দিকে মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেব নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন। এই অধম মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেবের সাথে তার ঘরের সামনে দন্ডায়মান ছিল, তখনই দিনের বেলায় সূর্য গ্রহণ হয়। মৌলভী সাহেব বলেন, সুবহানাল্লাহ্, মাহদী সাহেবের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং তার আগমনের সময় এসে গেছে। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মৌলভী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, নেক প্রকৃতির এবং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবছর চেষ্টা করে নিজের পিতা-মাতা এবং স্ত্রীকে আহমদীয়াত ভুক্ত করেন।

এরপর লালিয়াঁ নিবাসী হাফেয মুহাম্মদ হায়াত সাহেবতার'লালিয়াঁয় আহমদীয়াত' নামের এক প্রবন্ধে লিখেন যে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শনের পরে হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, একইভাবে ১৮৯৪ সনে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার ফলে মানুষের হৃদয়ে এই অনুসন্ধিৎসা জাগে যে, ইমাম মাহদী এসে গেছেন আর কিয়ামত সন্নিকটে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মানুষের হৃদয়ে ভয়-ভীতি বিরাজমান ছিল যে, এখন কী হবে, কিয়ামত এসে গেছে? সেযুগে প্রায়শঃ এসমস্ত নিদর্শনের আলোচনা হতো। তাই হাফেয মুহাম্মদ লক্ষুকে তার 'আহওয়ালুল আখেরা' গ্রন্থে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর কথা তার পাঞ্জাবী কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন। অনুরূপভাবে লালিয়াঁর এক পীর এবং সূফী কবি মিঞাঁ মুহাম্মদ সিদ্দীক লালি সাহেবও এই নিদর্শন গুলোর কথাই তার এক কবিতায় উল্লেখ করেন।

ঘরে ঘরে এই নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা চলছিল এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইমাম মাহদীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। সেই দিনগুলোতে মৌলানা তাজ মুহাম্মদ সাহেব এবং আরো কয়েকজন বুযুর্গ পরস্পর পরামর্শ করেন এবং একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন যারা কাদিয়ানে গিয়ে মাহদী (আ.)-কে দেখবেন এবং প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে যে সকল লক্ষণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো পুরো হওয়ার বিষয়টি গভীর দৃষ্টিকোন থেকে খতিয়ে দেখবেন এবং যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে তার হাতে বয়াত গ্রহণ করবেন। সেই ডেলিগেশন বা প্রতিনিধি দলের জন্য যেসমস্ত ব্যক্তিবর্গ মনোনীত হন তারা হলেন শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব, মিঞাঁ সাহেব দ্বীন সাহেব এবং মিঞাঁ মুহাম্মদ ইয়ার সাহেব। এই প্রতিনিধি দল পায়ে হেঁটে যাত্রা করে। যখন বাটালার কাছে পৌঁছান তখন সেখানে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর শিষ্যদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তাদেরকে কাদিয়ানের পথ জিজ্ঞেস করা হয়। তারা কাদিয়ান যাওয়ার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করে। উদ্দেশ্য জানার পর তার শিষ্যরা কাদিয়ান যেতে বারণ করে এবং বলে, যে ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবী করেছে সে তো নাঊযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী। যখন কাদিয়ান পৌঁছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকে উপবিষ্ট ছিলেন। একটি বৈঠক চলছিল। কয়েক জন অ-আহমদী আলেম এবং পীর সেই বৈঠকে বসেছিলেন যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কথোপকথন করছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। একই সাথে তিনি লেখার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। এটিও একটি নিদর্শন যে, একদিকে তিনি (আ.) লিখছেন এবং কলম চলছিল যেন অদৃশ্য স্থান থেকে কোন প্রবন্ধ তার হৃদয়ে প্রবেশ করছে এবং অপরদিকে মজলিসে উপস্থিত লোকদের সাথে বাক্যালাপে রত কিন্তু এতে তার লেখায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে না।

তিন দিন পর্যন্ত তারা হুযুরের কাছেঅবস্থান করেন, হুযুরের সাথে পদভ্রমণেও যেতেন। লালিয়াঁর আলেমরা যে সকল নিদর্শনাবলীর কথা বলেছিল তারা তা খতিয়ে দেখেন। নিজ চোখে সেসব নিদর্শনাবলী পূর্ণ হতে দেখেন। অবশেষে ফিরে আসার পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হয়ে হুযুরকে হযরত রসূলে করীম (সা.) এর সালাম পৌঁছান যা মাহদীকে পৌঁছানোর জন্য তাকিদ পূর্ণ নিদের্শ তিনি দিয়ে রেখেছিলেন। এরপর তারা বয়াতের অনুরোধ করেন। হুযুর বলেন যে, এখানে আমাদের সাথে আরো কিছুদিন অবস্থান করুন। একথা শুনে শেখ সাহেবের চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে যায় এবং তিনি নিজের পা সমনে এনে হুযুরকে দেখিয়ে বলেন যে, হুযুর! এত দীর্ঘ সফর করে আমাদেরপা ফুলে গেছে। এত কষ্ট আমরা সহ্য করেছি আর আমরা আপনাকে সত্য মাহদী হিসেবে পেয়েছি। জানিনা আমরা জীবিত থাকব কিনা তাই আমাদের বয়াত গ্রহণ করুন। অতএব এরপর মসজিদে মোবারকেই হযরতমসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে তাদের বয়াত হয়।

আসাদুল্লাহ কোরাইশি সাহেব হযরত কাজী আকবর (রা.) সম্পর্কে লিখেন যে, হযরত কাজী সাহেব (রা.) আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। হযরত মৌলবী বোরহান উদ্দীন জেহলমী (রা.)-র সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। নিজ এলাকার ইমাম ছিলেন। এলাকার লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং তাদেরকে পড়ানোর কাজে রত থাকতেন। তখন আকাশে চন্দ্র-সূর্য গ্রহনের নিদর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি এ ঘটনার পূর্বেই অবহিত ছিলেন যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটে। চন্দ্র-সূর্য

গ্রহণের সুমহান নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তার শিষ্য এবং বন্ধু বান্ধবের মাঝে এটি নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। সেই সময় রমজানে চন্দ্র-সূর্য গ্রহন প্রকাশ পায়। তখন কাজী সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে, এখন আমাদের উচিত তাঁর সন্ধান করা। সেই সময় চারকোটের মানুষ বাজার করার জন্য জেহলাম যেত। কাজী সাহেব জেহলাম আগমনকারী লোকদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন যে, হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করে আস যে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহনের নিদর্শন তো প্রকাশ পেয়ে গেছে, এখনআপনি ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিন। সুতরাং তারা হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত মৌলভী সাহেব কয়েকটি বই এবং একটি পত্র কাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পত্র এবং বই আসার পূর্বেই তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, কেউ তাকে তিনটি গ্রন্থ দিয়েছে পড়ার জন্য। তার মধ্য থেকে একটি বই তিনি পাঠের জন্য খুলেন, তা ছিল আবর্জনায় ভরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। এর ফলে তিনি সেই বই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি বাকি দু'টো বই দেখেন যে, তা থেকে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবের প্রেরীত পুস্তক হস্তগত হওয়ার পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, হযরত মৌলভী সাহেব (রা.)-র প্রেরীত বইগুলো প্রাপ্তির পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয় যে, হযরত মৌলভী সাহেব তাকে যে বইগুলো পাঠিয়েছিলেন তার একটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর খন্ডন স্বরূপ লেখা হয়েছে। তিনি প্রথমে সেই বইটিই পাঠ করা আরম্ভ করেন। এই বইতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মর্মপীড়াদায়ক শব্দ দেখার পর তিনি তা পাঠ করা বন্ধ করে দেন এবং ছুঁড়ে ফেলেন। আর দ্বিতীয় দু'টো বই এবং পত্র পাঠ করার পর সেগুলোকে ঠিক নিজের স্বপ্নের মতো পেলেন এবং অনুসন্ধানের অধিক প্রেরণা তার মাঝে সৃষ্টি হয়। তাই তিনি অনুসন্ধান বা গবেষণার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল কাদিয়ান প্রেরণ করেন। আর তাদের তিন জনই কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য বিষয় যা অন্যান্য রেওয়ায়েতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল ক্ষেত্রে সবার সাথেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এই প্রতিনিধি দলও যখন বাটালায় পৌঁছে তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকে বাঁধা দেয়। । কিন্তু তার কাছ থেকে বিদায়ের পর এই তিনজনই ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে কাদিয়ান পৌঁছেন এবং সেখানে এসে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বয়াত করেন। এরপর কাজী সাহেব প্রথমে লিখিত বয়াত করেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সৈয়্যদ নযীর হোসেন শাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন,যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ লাগে তখন আমি আমার ঘরে ছিলাম। আমার পিতা বলছিলেন যে, এটি হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার নিদর্শন। এ কথার আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব পড়ে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে গ্রহণেরও সৌভাগ্য লাভ হয়।

সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলি উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বলেন, সেই যুগে সবার মুখে এই বাক্য ছিল যে, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ আর এটি সেই যুগ যখন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন এবং তারপর হযরত ঈসা (আ.)ও আগমন করবেন। সুতরাং আমার মা এই মাহদী এবং ঈসার আগমনের কথা বড় আনন্দের সাথে বলতেন যে, সেই যুগ ঘনিয়ে আসছে আর এটিও বলতেন যে, চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হওয়া মাহদীর যুগের জন্য আবধারিত ছিল আর সেই গ্রহণ হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পুরো পরিবারকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত মির্যা আয়ুব বেগ সাহেব বলতেন যে, রমজান মাসে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী দারে কুতনি ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থসমূহে মাহদীর লক্ষণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালের মার্চে রমজান মাসে প্রথমে চন্দ্র গ্রহন হয়। একই রমযানে যখন সূর্য গ্রহন হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে তখন উভয় ভাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সেই নিদর্শন দেখার এবং গ্রহনের নামায পড়ার মানসে শনিবার সন্ধ্যায় লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে প্রায় ১১টায় বাটালায় পৌঁছেন। পরের দিন প্রত্যুষে গ্রহন লাগার ছিল। এই যুবকদের আগ্রহ দেখুন কত সুগভীর। ধূলি ঝড় বইছিল, মেঘ গর্জন করছিল এবং বিদ্যুত চমকাচ্ছিল। বাতাস বিপরীতমুখি ছিল আর চোখে ধূলা পড়ছিল। পায়ে হেঁটে বাটালা থেকে কাদিয়ান যাচ্ছিলেন। পা উঠানো কঠিন ছিল আর বিদ্যুত চমকালে তবেই রাস্তা দেখা যেত। সাথে তার স্বদেশি বন্ধু মৌলভী আব্দুল আলী সাহেবও ছিলেন। মোট তিন জন যাচ্ছিলেন। সাবাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন যে, যাই হোকনা কেন রাতারাতি কাদিয়ান পৌঁছাব। আহমদীয়াত তারা পূর্বেই গ্রহণ করে রেখেছিলেন। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে গ্রহণের নামায পড়তে চাচ্ছিলেন। তাই তাদের তিনজনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অতি বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আকাশ এবং পৃথিবীর সর্বশক্তিমান খোদা। আমরা তোমার বিনয়ী ও দুর্বল বান্দা। তোমার মসীহ্র যিয়ারতের জন্য যাচ্ছি আর আমরা পদব্রজে যাচ্ছি। প্রচন্ড শীত এখন তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর আর আমাদের জন্য পথ সহজ করে দাও। আর এই বিরোধী বা প্রতিকূল বাতাসকে দূরীভূত কর। তিনি বলেন যে, দোয়ার শেষ শব্দ মুখ থেকে বের হতেই বায়ুর গতিপথ বদলে যায় আর প্রতিকূল দিক থেকে আসার পরিবর্তে পিছন থেকেপ্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয় এবং সফরের জন্য সহায়ক হয়ে যায় অর্থাৎ এত দ্রুত বেগে পিছন থেকে বাতাস বইছিল যে, তাদের সফর সহজ হয়ে যায়।পা বাড়ানো সহজ হয়ে যায়।

মৌলভী গোলাম রসূল সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনে রমযান মুবারকে শেষ যুগের মাহদীর আবির্ভাবের স্পষ্ট লক্ষণ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ পূর্ণ হয়। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর আমি সেই শব্দ এখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হতে শুনি

যা আমাদের হেড মাস্টার মৌলভীজামাল উদ্দীন সাহেব এই লক্ষণ পূর্ণ হওয়ার পর মাদ্রসার কক্ষে পুরো ক্লাসের সামনে বলেছিলেন যে, শেষ যুগের মাহ্দীকে এখন সন্ধান করা উচিত। তিনি অবশ্যই কোন গুহায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় কথা যা মাথায় আসে তা হলো, সেই ঘটনা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ফসল নয় বরং আকাশে সেই ঘটনা ঘটেছে যা মানুষের নাগালের বাহিরে। আর এতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপের সুযোগও নেই। তৃতীয় কথা যা মাথায় আসে তা হলো, শেষ যুগের মাহ্দীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অবিশ্বাসকে নিশ্চিহ করা, ইসলামকে উন্নীত করা, ইসলামী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে কাফিরদের নিশ্চিহ করা এবং মুসলমানদের বিজয়ের চিন্তাধারা মাথায় আসে। চতুর্থ কথা হলো দোয়া এবং এর বাস্তবতা। আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করাও কবুল করা কেননা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওলীরা শেষ যুগের মাহ্দীর জন্য দোয়া করে আসছেন আর অবশেষে তা গৃহীত হয়েছে। পঞ্চম কথা হলো এ বিষয়গুলো ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর ইসলামই এমন একটি ধর্ম যা খোদা তা'লা কাছে প্রিয় এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছনোর মাধ্যম।

এরপর হযরত শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেব নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন যিনি ১৮৫৮ সনে জলন্ধরের ইসকান্দারপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াতের সম্মান লাভ করেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখতেন কিন্তু আন্তরিক প্রশান্তি ছিল না। অতএব তিনি বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করেন যে, হে সম্মানিত প্রভু! তুমিই আমায় পথ দেখাও। আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়েছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একটি অনেক বড় বালা বা আপদ তার ওপর আক্রমণ করে কিন্তু তিনি বন্দুক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেন এবং সেটি ধুম্রের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি এক উঁচু জায়গায় মসজিদে বা-জামাত নামাযে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এই স্বপ্ন এক মৌলভীর সামনে বর্ণনা করেন। সেই মৌলভী সাহেব এর তাবীর করেছেন যে, আপনি আপনার শয়তানের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবেন এবং এক পূণ্যবান জামাতে যোগ দিবেন। সেই দিনগুলোতেই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর সংবাদ পান এবং কাদিয়ান পৌঁছে স্বপ্নে দেখা পরিস্থিতি দেখে বিনা বাক্য ব্যয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেন। এভাবে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং মৌলভীর সেসব কথা তার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন আর আজ কালকার মুসলমানদেরকেও যুগ ইমামের বিরোধীতার পরিবর্তে তাকে মানার বা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

(এরপর হুজুর (আইঃ) একটি জানাযার কথা উল্লেখ করে জার্মানির মকররম নঈম আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র মরহুম এহিয়া বাজওয়া সাহেব সম্পর্কে বলেন, যিনি গত ১১ই মার্চ ২০১৫ একটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। তিনি জামিয়া আহমদীয়া জার্মানির একজন ছাত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাকে নিজ করুণার চাঁদরে আবৃত রাখুন।)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla 20th March 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B